50
26 JAN 1996

দৈনিক ইত্তেফাক

নতুন বছরে পা দিয়েও অভিভাবকের রক্তমাখা শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস তার পুরনো বছরের উত্তাপ, উত্তেজনা আর ঘন ঘন সংঘর্ষ ও বন্ধের ঐতিহ্য ধরে রাখতেই ব্যস্ত। গত ৮ মাস ধরে বিভিন্ন মেয়াদে কর্তৃপক্ষের সর্বোচ্চ হাতিয়ার রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরও শান্ত হচ্ছে না এই তরুণ ক্যাম্পাস ছাত্র নেতৃবৃন্দের অনমনীয় মনোভাব, প্রশাসনিক অনিয়ম এবং শিক্ষকদের গ্রুপিং-লবিং-এর কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ৪ঠা জানুয়ারি কর্তৃপক্ষ পুনরায় রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ভিসির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রক্টরিয়াল বডির সাথে শিবির ছাড়া অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৮ই জানুয়ারী হতে চলতি শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন পর্যন্ত ক্যাম্পাসে সকল প্রকার রাজনৈতিক তৎপরতা (বিশেষ দিবস ব্যতীত) বন্ধ থাকবে। তবে ছাত্র শিবির নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত প্রক্টরের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে তাঁর উপস্থিতিতে কোন বৈঠকে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণার প্রতিবাদ জানায়।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চলতি শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ছাত্রলীগ (শা-পা) সাংস্কৃতিক কোটায় ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির দাবী জানিয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছর ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটে। এবার পূর্ব হতেই নানা সাবধানতা অবলম্বন স্বত্ত্বেও নতুন কৌশল অবলম্বন করে কিছুসংখ্যক শিক্ষক মৌখিকভাবে প্রশ্ন ফাঁস করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

অপরদিকে আল-কোরআন বিভাগের মাষ্টার্স চূড়ান্ত পর্বে একজন মেধাবী ছাত্রের খাতায় কারচুপি'র অভিযোগের বিষয়টি তদন্তে জটিলতা দেখা দিয়েছে। ফলে উক্ত বিভাগের ফল

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

শান্তিডাঙ্গার ক্যাম্পাসে শান্তি নেই

প্রকাশে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়ায় ছাত্রদের ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে। গত ৪ঠা জানুয়ারী উক্ত বর্ষের ২৬ জন ছাত্র ভিসির নিকট প্রদত্ত এক স্মারকলিপিতে বিভাগের চেয়ারম্যান ও ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী শিক্ষা অনুষদের ডীন তাহির আহমদের বিরুদ্ধে অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ এনে বলেছে ইতিপূর্বে একটি বিশেষ ছাত্র সংগঠনের নেতার অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে মাষ্টার্স পরীক্ষা চার দফা পিছানো এবং অবশেষে মেধাবী ছাত্রের খাতায় কারচুপির অভিযোগে তার দুর্নীতি পরিষ্কার হয়ে গেছে। ছাত্ররা ভিসির নিকট অবিলম্বে তাদের ফল প্রকাশের দাবী জানায়।

গত ৬ই ডিসেম্বর ভিসির নির্দেশে অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ মোহাম্মদ মামুনকে আহ্বায়ক করে গঠিত ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটির প্রথম বৈঠকে উক্ত ছাত্রের একটি উত্তরপত্রের মূলখাতা ও লুজসীট পৃথকভাবে পাওয়া গেছে বলে জানা যায়।

উল্লেখ্য, ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা থাকলেও তা জমা দেয়া হয়নি। রিপোর্ট জমা দিতে বিলম্বের কারণ জানতে চাইলে তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক নিরব থাকেন।

ক্যাম্পাসে একটি মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য নির্মাণেও সৃষ্টি হয়েছে অচলাবস্থা। দু'মাস পূর্বে ৬টি ডিজাইন জমা পড়লেও আজ পর্যন্ত সেগুলো বাছাই করা হয়নি বলে জানা যায়। ভাস্কর্য নির্মাণের ব্যাপারে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনসমূহের দাবী উপেক্ষিত হচ্ছে। তাঁদের দাবীর প্রেক্ষিতে গত ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ভাস্কর্যের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের কথা থাকলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত মাদ্রাসা ছাত্ররা এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন পরিষদ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কল্যাণ পরিষদ, মাদ্রাসা ছাত্র আন্দোলন পরিষদ প্রভৃতি সংগঠন ভাস্কর্য নির্মাণ বন্ধের দাবীতে ভিসি অফিস ঘেরাওসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করছে। ছাত্র শিবির এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে কোন মন্তব্য না করলেও ভাস্কর্য নির্মাণ বন্ধের জন্য কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করছে বলে অপর ছাত্র সংগঠনসমূহের অভিযোগ। তবে ভিসি প্রফেসর ইনাম-উল হক ভাস্কর্য নির্মাণের সিদ্ধান্তে অনড় রয়েছেন বলে সাংবাদিকদের জানান।

ক্যাম্পাসের বর্তমান অস্থিতিশীল পরিবেশ অভিভাবক মহলকে ভাবিয়ে তুলেছে। একাডেমিক কার্যক্রমে কিছুটা গতি সঞ্চার হলেও সংঘর্ষের আশংকা কমেনি। ছাত্র-ছাত্রীদের মনেও একই আতংক আর শংকা কখন বাজবে আবার বন্ধের বাঁশী। ❑ হোসেন আল মামুন